দৈনিক সংবাদ

87

তারিখ 14 AUG 1992
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ ...

যশোর বোর্ডের কৃতী ছাত্রদের অভিমত

সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন চাই

।। রুকুনউদ্দৌলাহ ।।

যশোর শিক্ষা বোর্ডে এস এস সি পরীক্ষার সেরা ছাত্র-ছাত্রীরা বলেছে প্রাইভেট টিউটর ছাড়াও ভাল ফল লাভ করা যায়। যদি কিনা নিজের চেষ্টা, আন্তরিকতা, অধ্যবসায়, সুস্থ পরিবেশ থাকে ও ভাল নোট করা যায়।

কৃতী ছাত্রছাত্রীরা এক বাক্যে বলেছেন, তারা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ ও সুস্থ রাজনীতি চায়। দেশ ও

শিক্ষাঙ্গন ঃ পৃঃ ১২ কঃ ১

শিক্ষাঙ্গন ঃ সন্ত্রাসমুক্ত চাই

(১ম পাতার পর)

জাতির মঙ্গলের জন্যই এ মুহূর্তে শিক্ষাঙ্গন ও দেশ থেকে সন্ত্রাস, হানাহানি দূর করতে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এ অভিমত যশোর বোর্ডের সেরা ছাত্র-ছাত্রীদের।

মাহমুদুর রহমান

সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথমস্থান লাভ করেছে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের মেধাবী ছাত্র মাহমুদুর রহমান। সে তার এই কৃতিত্বের জন্য গর্বিত। তবে তার কোন আনন্দ উচ্ছাস নেই। কারণ, এই সাফল্যের জন্য যিনি সবচাইতে বেশি প্রেরণা যুগিয়েছেন, তিনি হলেন মাহমুদুর রহমানের মা মরহুম সেলিনা রহমান। তার মা '৯১-এর ৪ঠা ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন।

মোমিনুল ইসলাম

যশোর শিক্ষা বোর্ডের মেধা তালিকায় যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানটি দখল করেছে ঝিনাইদহ ক্যাডেটের মোমিনুল ইসলাম। বাবা-মায়ের খুব আদুরে সে। কেননা সে-ই সবার ছোট। বাবা গোলাম কুদ্দুস ঝিনাইদহ সরকারী কে,সি কলেজের ক্যাশিয়ার। মা রহিমা খাতুন একজন গৃহিনী।

খায়রুজ্জামান মোল্লা

সেও ঝিনাইদহ ক্যাডেটের ছাত্র। সাফল্যের সাথে মেধাতালিকায় তৃতীয় স্থানটি ছিনিয়ে নিয়েছে। তার বাবা আনোয়ারুজ্জামান খুলনায় বনবিভাগের ট্যুর এ্যাসিসট্যান্ট ছিলেন। বর্তমানে ঢাকায় কর্মরত।

সানজিদা আখতার নীরা

যশোর দাউদ পাবলিক স্কুলের ছাত্রী সানজিদা সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে পঞ্চম স্থানটি দখল করেছে। চটপটে ও সুন্দর বাচনভঙ্গীর অধিকারি সানজিদা আগাগোড়াই ভাল ছাত্রী। তার অবশ্য পড়ার কোন রুটিন ছিল না। বাবা এ কে এম খায়রুজ্জামান ও মা পিরোজা খাতুন দু'জনই সরকারী এম এম কলেজে অধ্যাপনা করেন।